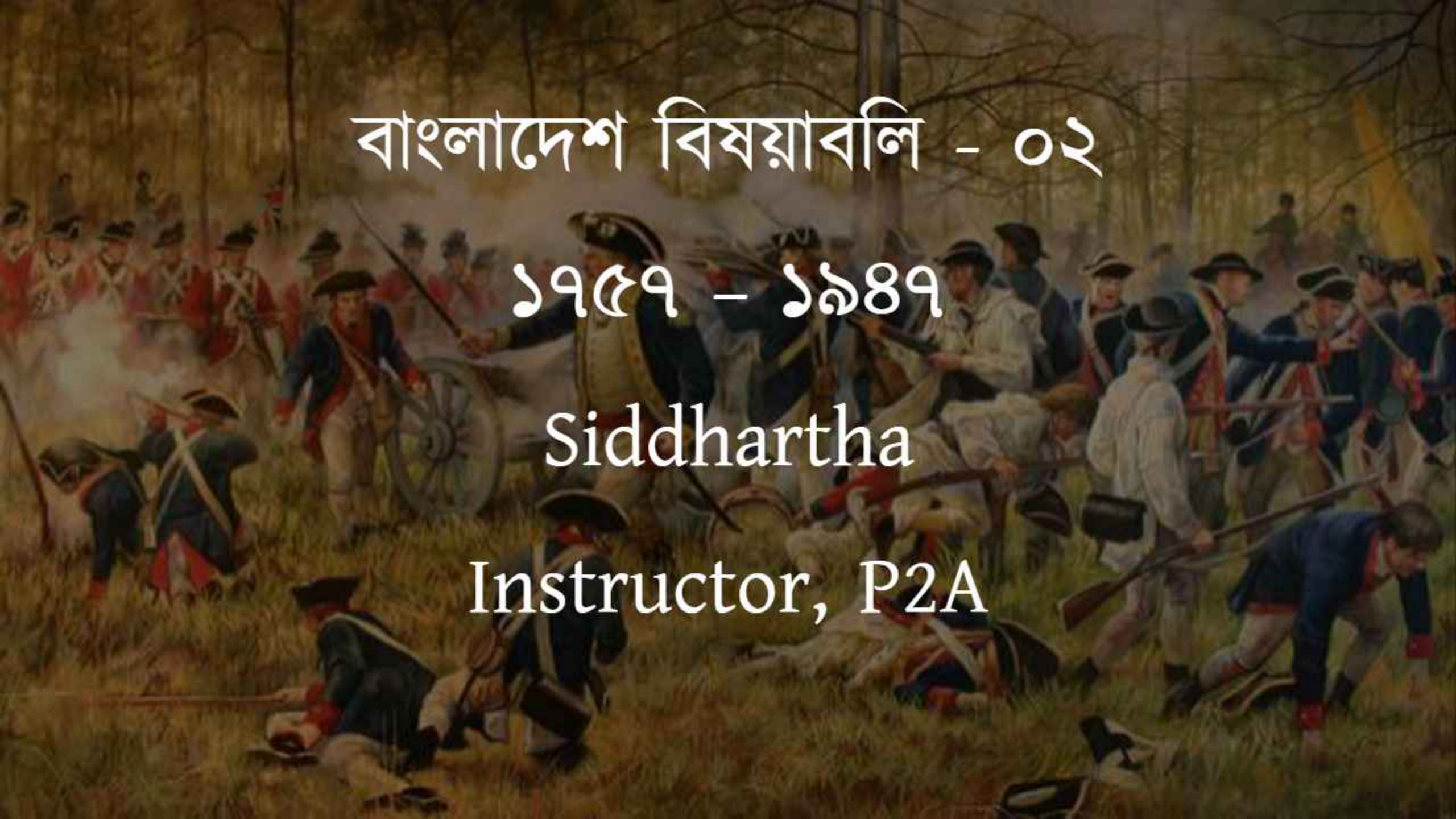

বাংলাদেশ বিষয়াবলি - ০২

১৭৫৭ – ১৯৪৭

Siddhartha

Instructor, P2A

ইউরোপ থেকে পূর্বদিকে আসার জলপথ

পর্তুগিজ নাবিক **বার্থোলোমিউ দিয়াজ** **১৪৮৭** সালে ভারত উপমহাদেশের সন্ধানে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ থেকে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

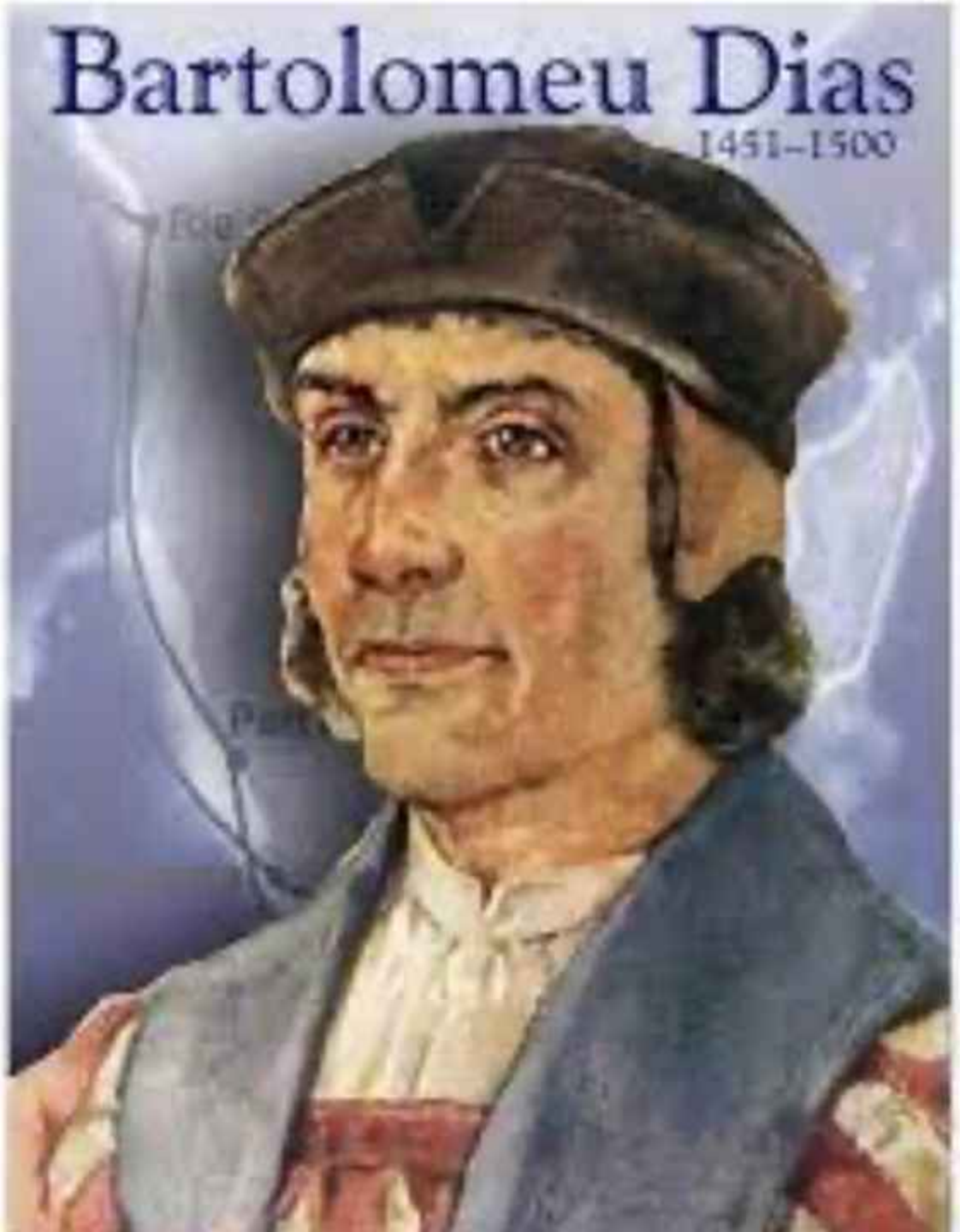

ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ সালে সফলভাবে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে আসেন এবং ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

১৪৯২ সালে “আমেরিকা” আবিষ্কার করেন- ইতালির নাবিক কলম্বাস।

ইউরোপীয়দের ভারত ও বাংলায় আগমন

- প্রথমে আসে পর্তুগীজরা।
- তারপর ক্রমান্বয়ে ইংরেজ, ডাচ, ড্যানিশ, ফরাসীরা আসে।
- নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলা হত।
- ডেনমার্কের অধিবাসীরা ড্যানিশ বা দিনেমার হিসেবে পরিচিত ছিল।

কুঠি

- পর্তুগিজদের ভারতে প্রথম কুঠি: কোচিন
- পর্তুগিজদের বাংলায় প্রথম কুঠি: হুগলী
- ইংরেজদের ভারতে প্রথম কুঠি: সুরাট
- ইংরেজদের বাংলায় প্রথম কুঠি: হরিহরপুর (১৬৩৩ সালে)
- ফরাসিদের ভারতে প্রথম কুঠি: সুরাট
- ফরাসিদের বাংলায় প্রথম কুঠি: চন্দননগর

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

- প্রতিষ্ঠা: ১৬০০ সালে
- প্রতিষ্ঠাতা: ২১৮ জন বণিক
- ভারতে প্রতিষ্ঠা (ভারতে আগমন): ১৬০৮
- বাংলায়: ১৬৩৩
- সমাপ্তি ঘটে: ১৮৫৭

- ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে **সম্রাট জাহাঙ্গীরের** দরবারে আসেন— **১৬০৮** সালে।
- সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় **১৬১২** সালে
- **১৬৩৩** সালে **হরিহরপুরে** বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করেন- সম্রাট **শাহজাহানের** সময়।
- প্রথম ব্রিটিশ দূত হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে— স্যার টমাস রো।

- ১৬৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট **জব চার্নক** ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে গ্রাম তিনটিকে কেন্দ্র করেই কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল- কোলকাতা ।
- ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মিত হয় কোলকাতায়। এটিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

ইংরেজ শাসন

- বিনাশূল্কে বাণিজ্যের জন্য ফরমান জারি করেন (বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে): সম্রাট ফররুখশিয়ার (১৭১৭)
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় শাসন ক্ষমতা নেয়- ১৭৫৭ সালে।
- এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী (খাজনা ও কর আদায়) লাভ করে- ১৭৬৫ সালে (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)

- দিল্লির অধিকার ইংরেজদের দখলে দিয়ে দেন: সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭)
- বাহাদুর শাহের কবর – ইয়াঙ্গুন (২০১৫ প্রা. সহ. শি.)
- কোম্পানির শাসনের অবসান/ সমাপ্তি ঘটে— ১৮৫৮ সালে।
  কোম্পানির শাসন ছিল- ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)

কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসক ছিল ৩ ধরনের:

- **গভর্নর:** কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রধান (সীমিত রাজনৈতিক ক্ষমতা)।
- **গভর্নর জেনারেল:** কোম্পানির সকল ভারতীয় কার্যক্রমের প্রধান (ব্যাপক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা)।
- **গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়:** ব্রিটিশ রাজার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা)।

বাংলায় গভর্নরদের শাসন

(১৭৫৭-১৭৭৩)

লর্ড ক্লাইভ

- ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ও ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকারী

কর্মজীবন:

- ✓পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করেন।
- ✓বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে পরাজিত করেন।
- ✓১৭৬৫ সালে 'দ্বৈত শাসন' প্রবর্তন করেন। নবাবের হাতে বিচার ও শাসন এবং কোম্পানির হাতে রাজস্ব ও দেশরক্ষা।
- ✓তার নির্দেশে মেজর রেনেল ১৭৭৯ সালে বঙ্গদেশের মানচিত্র তৈরি করেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ

(১১৭৬ বঙ্গাব্দ)

বাংলায় মন্বন্তর (Great Bengal Famine of 1770)

- বাংলা সাল- ১১৭৬ (২০১৯ খ্রী. সহ. শি.)
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিলো – লর্ড ক্লাইভ।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বাংলার গভর্নর ছিলো- লর্ড কার্টিয়ার।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়— প্রায় ১ কোটি মানুষ।

‘পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (খ্রি. ১৯৪৩)।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' পাশ হয়- ১৭৭৩ সালে।

বাংলায় গভর্নর জেনারেলের শাসন

(১৭৭৪-১৮৫৮)

ওয়ারেন হেস্টিংস

- উপমহাদেশের ১ম গর্ভনর জেনারেল
- পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু (১৭৭২-৭৬)
- কোলকাতাকে রাজধানী করেন
- হেস্টিংস এর আমলে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র হিকি'স বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ
- ওয়ারেন হেস্টিংস এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন

লর্ড কর্ণওয়ালিস

- **জমিদারী প্রথা প্রবর্তন:** জমিদারদেরকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমির উপর স্থায়ী অধিকার দেওয়া হয়।
- **ভারতে সিভিল সার্ভিসের জনক**
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধিবিধান: কর্ণওয়ালিস কোড
- **দশসালা বন্দোবস্ত:** জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য দশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করা হয়।
- **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩):** জমিদারদেরকে জমির উপর স্থায়ী অধিকার এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে নির্ধারিত হারে রাজস্ব প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

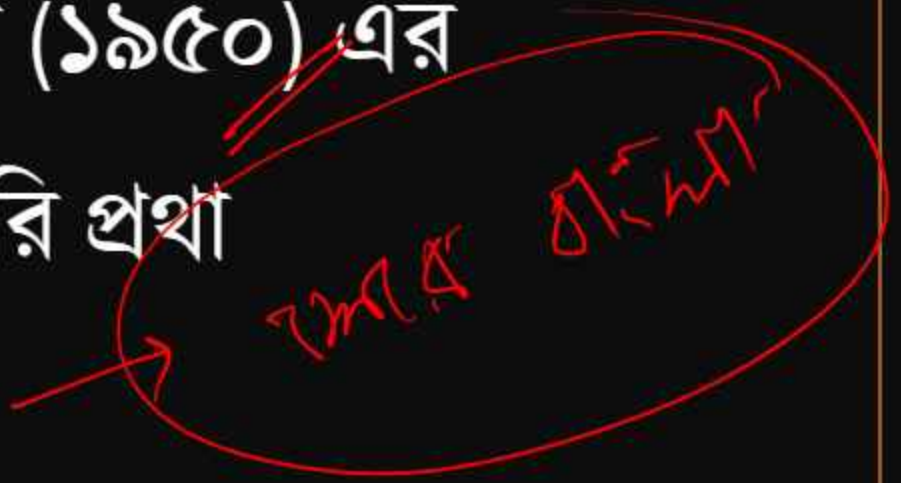

পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০) এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলোপ ঘটে

The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act)

(ACT NO. XXVIII Of 1951)

An Act to provide for the acquisition by the State of the interests of rent-receivers and certain other interests in land in Bangladesh and to define the law relating to tenancies to be held under the State after such acquisition and other matters connected therewith.[1]

WHEREAS it is expedient to provide for the acquisition by the State of the interests of rent-receivers and certain other interests in land in Bangladesh and to define the law relating to tenancies to be held under the State after such acquisition and other matters connected therewith;

It is hereby enacted as follows:-

PART I

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the [2][* * *] State Acquisition and Tenancy Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context,-

(1) "cesses" include local rates levied under the Assam Local Rates Regulation, 1879;

(2) "charitable purpose" includes relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility;

লর্ড ওয়েলেসলি: ১ম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট

- 'অধীনতামূলক মিত্রতা' র প্রবক্তা ।
- মহীশুরের টিপু সুলতান এর বিরোধিতা করেন।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮০০ সালে

লর্ড বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৩): বাংলার সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন

(১৮৩৩-১৮৫৮)

লর্ড বেন্টিংক

(১৮৩৩-১৮৩৫)

ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

লর্ড বেন্টিংক (১৮৩৩-১৮৩৫)

- কোলকাতা মেডিকেল কলেজ,
  কোলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা
- ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু
- সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ

লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)

- সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী।
- সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন ১৮৫০ সালে।
- ১৮৫৩ সালে রেল যোগাযোগের সূচনা করেন।
- ১৮৫৪ সালে ডাকটিকেট চালু।
- স্বত্ববিলোপ নীতি : ডালহৌসি
- ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রথার সূচনা।

- বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন করছিলেন
- বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন - লর্ড ডালহৌসি।
- কিন্তু এই আইনে স্বাক্ষর করে তা বিধিবদ্ধ করেন লর্ড ক্যানিং।

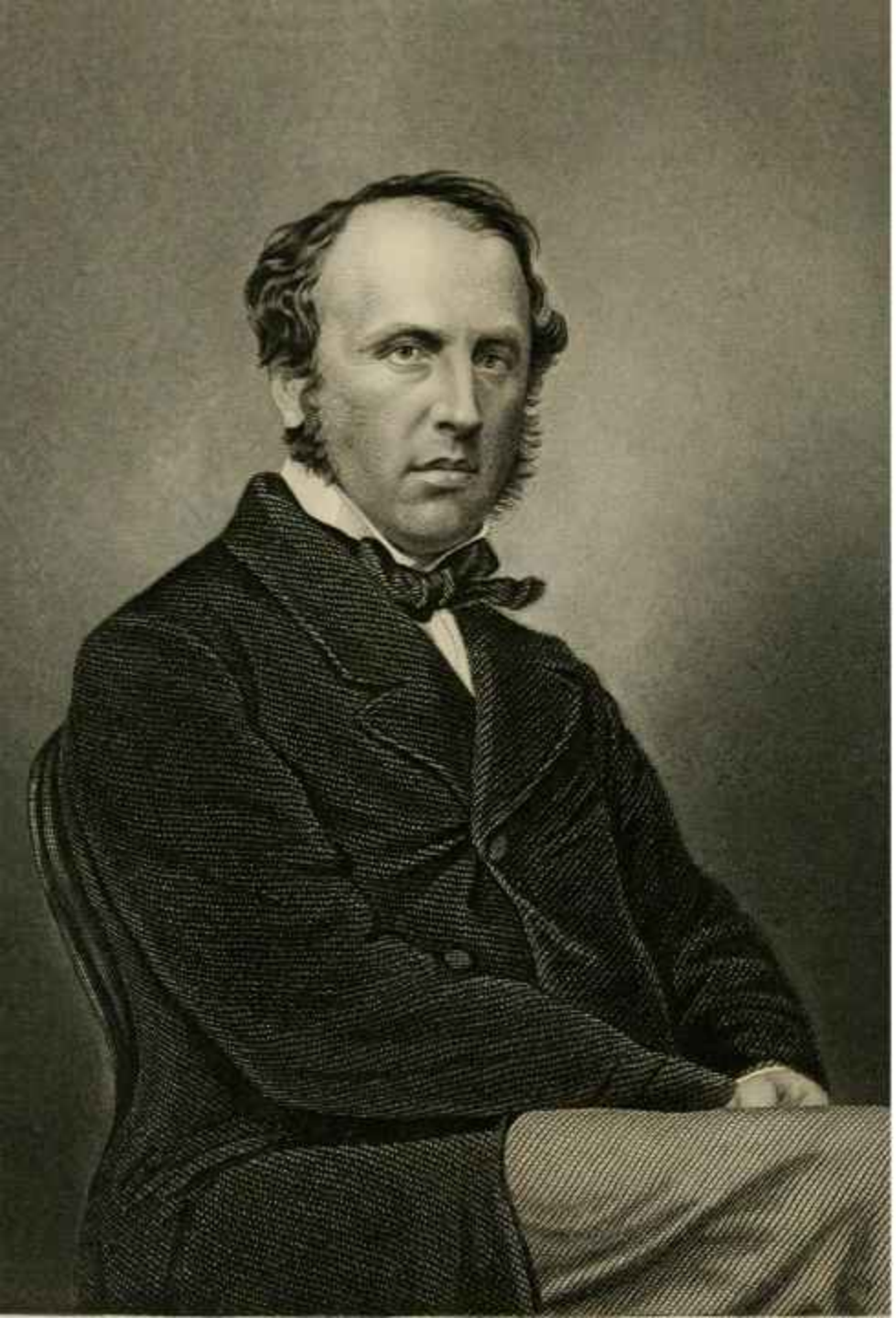

লর্ড ক্যানিং

উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল

গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদের সময়ের ঘটনা গভর্নর

- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা - ১৭৬৫ - লর্ড ক্লাইভ
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর - ১৭৭০ - লর্ড কার্টিয়ার
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি - ১৭৭২ - ওয়ারেন হেস্টিংস

গভর্নর জেনারেল

- পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা - ১৭৭৪ - ওয়ারেন হেস্টিংস
- উপমহাদেশে রাজস্ব বোর্ড স্থাপন – ওয়ারেন হেস্টিংস
- দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা - ১৭৮৯ - লর্ড কর্ণওয়ালিস্
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা – ১৭৯৩ - লর্ড কর্ণওয়ালিস (২০০৬ প্রা. সহ. শি.)
- সতীদাহ প্রথা বিলোপ – ১৮২৯ (২০১৯, ২০১৩, ২০০৭ প্রা. সহ. শি.)- লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (২০১২ প্রা. সহ. শি.)

- পোস্ট অফিস চালু - লর্ড ডালহৌসী
- উপমহাদেশে রেল চালু – ১৮৫৩ - লর্ড ডালহৌসী
- টেলিগ্রাম লাইন চালু – লর্ড ডালহৌসী
- বিধবা বিবাহ আইন - ১৮৫৬- লর্ড ডালহৌসি
- উপমহাদেশে কাগজের মুদ্রা চালু – ১৮৫৭ – লর্ড ক্যানিং
- সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল- লর্ড ক্যানিং

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব

- এটি **ব্রিটিশ-বিরোধী প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন/স্বাধীনতা সংগ্রাম (২০১০ প্রা. সহ. শি.)**। ব্রিটিশদের নানামূখী বৈষম্যের ফলে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। তবে সর্বশেষ কারণ হচ্ছে- ১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামক বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে।

এতে করে সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং ১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করে। এটা ক্রমান্বয়ে সকল সৈন্য শিবিরে ছড়িয়ে পড়লেও এই বিপ্লব অবশেষে ব্যর্থ হয়। এই বিপ্লব ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সিপাহী বিদ্রোহের একমাত্র স্মৃতিবিজরিত স্থান

বাহাদুর শাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক)

সিপাহী বিদ্রোহ: ১৮৫৭

সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পান্ডে

ফলাফল

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭) ইস্ট ইন্ডিয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং শাসন ক্ষমতা চলে যায় রানীর হাতে। তিনি ভাইসরয়দের দ্বারা এ অঞ্চলে কার্যক্রম চালাতেন। তিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন।

ভারতে ভাইসরয় এর শাসনকাল

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-১৮৬২): প্রথম ভাইসরয়

- ১৮৬১ সালে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- কাগজি মুদ্রা চালু।
- চা ও কফি চাষ।
- বাংলাদেশে (কুষ্টিয়া থেকে দর্শনা) রেল লাইন চালু করেন - লর্ড ক্যানিং (উপমহাদেশে-ডালহৌসি)

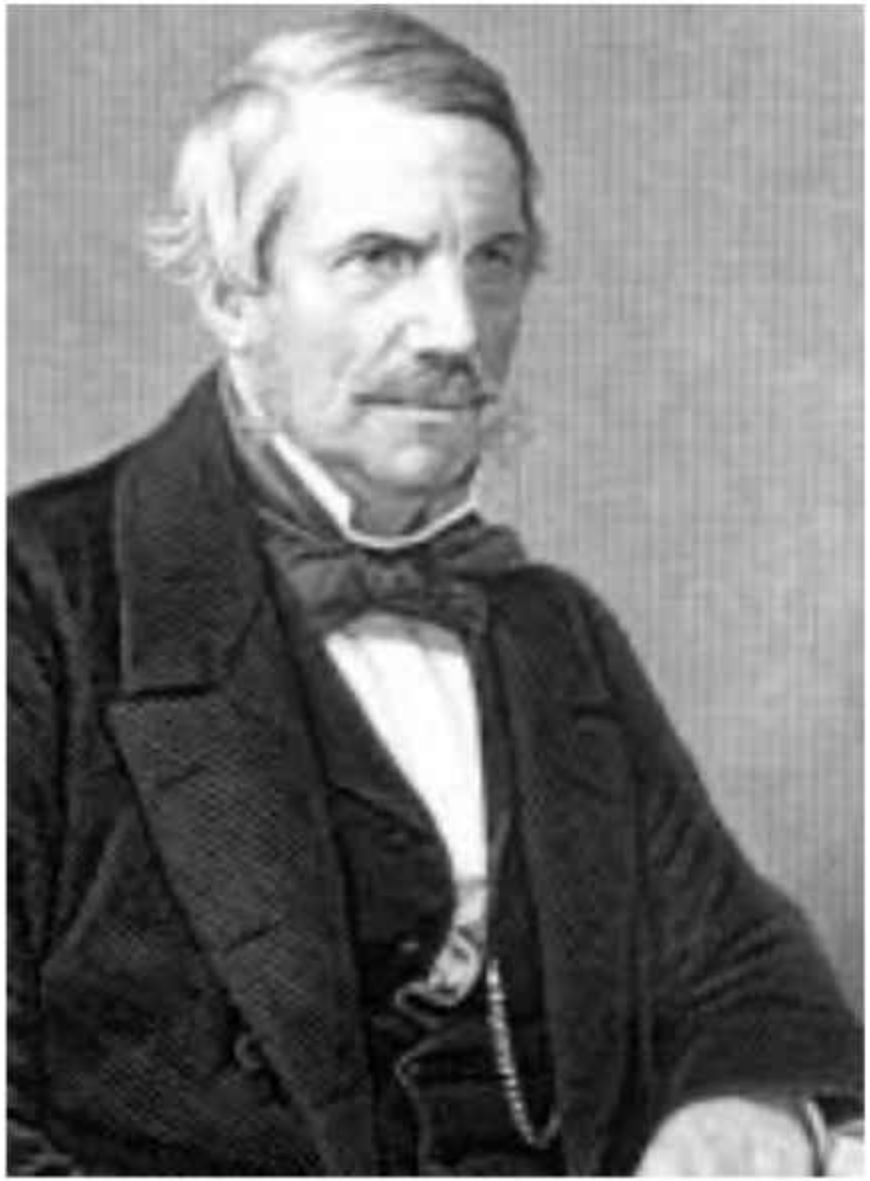

স্যার জন লরেন্স

(১৮৬৪-১৮৬৯)

ঢাকা পৌরসভা গঠন করেন।

লর্ড মেয়ো

- ১৮৭২ সালে উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি করেন।
- একমাত্র ভাইসরয় যিনি খুন হন।

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)

- বেঙ্গল মিউনিসিপাল আইন— ১৮৮৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জনক।
- প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন 'হান্টার কমিশন' গঠন করেন।
- লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

- ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।
- ১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জিকে সহ-প্রতিষ্ঠাতা করে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক- অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- প্রথম সভাপতি— উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারত স্বাধীনের নেতৃত্ব দেন।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫): ব্রিটিশ শাসনামলের স্বর্ণযুগ

Divide & Rule

- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন- **১৮৯৯ সালে।**
- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন- **১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে**
- **University Act** পাস করেন- লর্ড কার্জন।

কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯০৪ সালে। ভবনটি তৈরিতে অর্থায়ন করেন ভাওয়ালের রাজকুমার।

বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশ বিভাগ (১৯০৫-১৯৪৭)

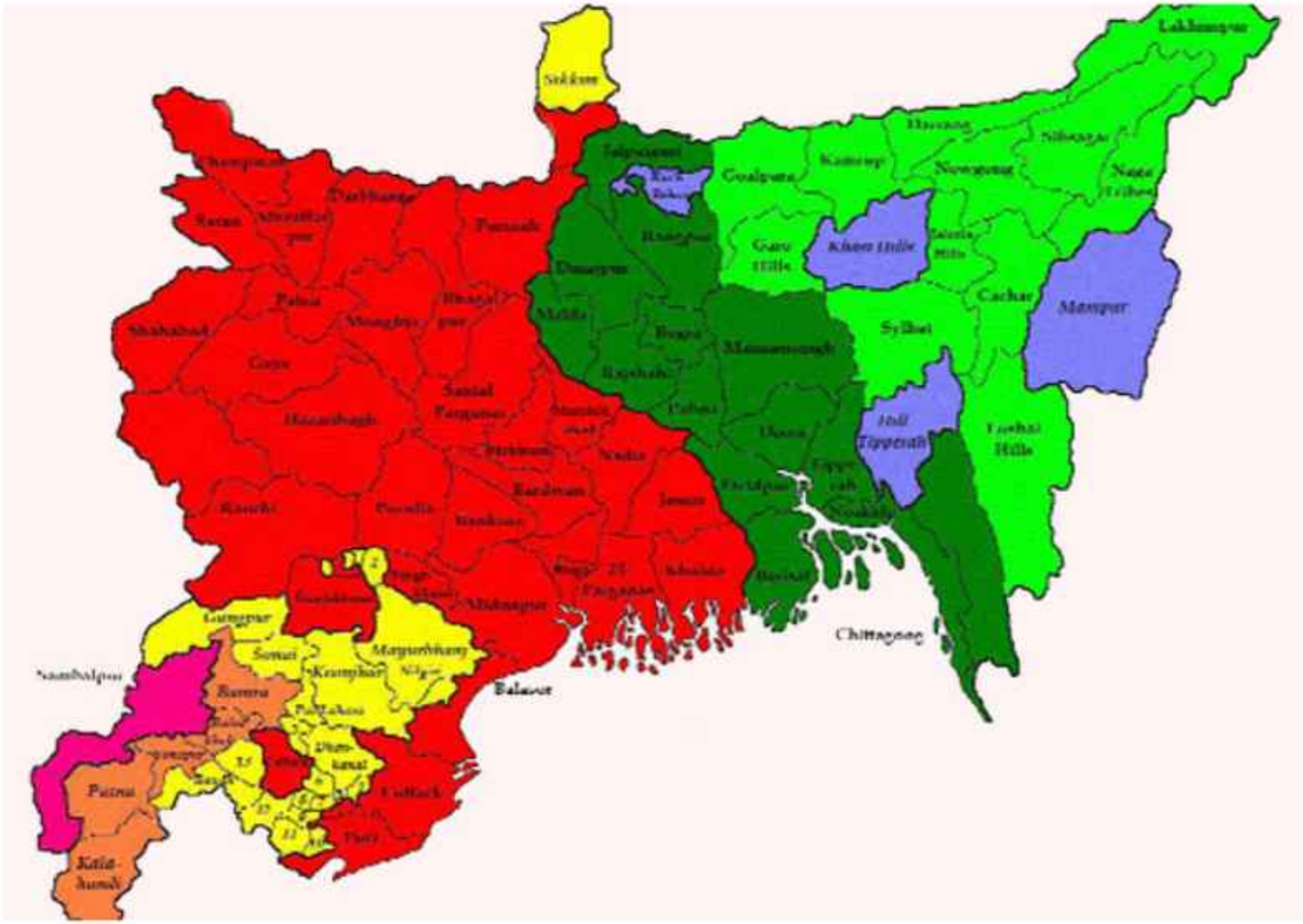

"Bengal United is a power. Bengal divided will pull several different ways."

- Risley

বঙ্গভঙ্গ

- **১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর** ভারতের তৎকালীন বড় লাট জর্জ নাথানিয়েল **কার্জন** বাংলা প্রেসিডেন্সি ভাগ করে দুটি প্রদেশ গঠন করেন। **ইতিহাসে এটি বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।**
- বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল মুসলিমরা এবং বিপক্ষে ছিল হিন্দুরা।
- **বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন এডওয়ার্ড VII**

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ (দার্জিলিং বাদ)

রাজধানী ঢাকা

প্রথম লে. গভর্নর: ব্যামফিল্ড ফুলার

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা

রাজধানী: কলকাতা

১ম লে. গভর্নর: এন্ড্রু ফ্রেজার

বাংলা প্রদেশ

বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটান সর্বভারতীয় কংগ্রেস

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

- হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা
- স্বদেশী আন্দোলন
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানানো

পূর্ববাংলার প্রথম মুসলিম নেতা

নবাব সলিমুল্লাহ

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল।
- প্রতিষ্ঠা: ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকায়
- প্রতিষ্ঠাতা: নবাব সলিমুল্লাহ্
- প্রথম সভাপতি: আগা মোহাম্মদ খান
- প্রথম সম্মেলন: ১৯০৭ সালে করাচিতে
- পাকিস্তান স্বাধীনে নেতৃত্ব দেয়: মুসলিম লীগ

স্বদেশী আন্দোলন

- ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
- মূল কর্মসূচী ২টি - **স্বদেশী ও বয়কট**
- **স্বদেশী আন্দোলনের শ্লোগান – বন্দে মাতরম**
- বাংলার ঐক্যের জন্য বাংলার প্রকৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেন: **আমার সোনার বাংলা গান।**
  প্রকাশিত হয়: ১৯০৫ সালের ৭ অক্টোবর বঙ্গদর্শন পত্রিকায়
- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা—
  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের' পত্রিকা

স্বদেশী আন্দোলন

- **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** **স্বদেশী আন্দোলন** নিয়ে রচনা করেন - ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা।
- "পরোনা রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না..." – চারণকবি মুকুন্দ দাস (বরিশাল)
- স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকা – যুগান্তর ও সন্ধ্যা
- **স্বদেশী আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা রাখে** - এ কে ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাশের সম্পাদনায় **'বালক'** পত্রিকা।

আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত সমিতি

- ঢাকা: অনুশীলন সমিতি (প্রধান: পুলিন বিহারী দাস)
- কলকাতা: যুগান্তর
- ফরিদপুর: ব্রতী
- বরিশাল: স্বদেশী বান্ধব
- ময়মনসিংহ: সাধনা

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

- বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তাদের উপর হামলাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।

- কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি'র সদস্য ক্ষুদিরাম (ব্রিটিশ বিরোধী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী) ও প্রফুল্ল চাকী ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

- ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হন।
- বঙ্গভঙ্গে রদ এর সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন–পঞ্চম জর্জ।

বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিলের পর ভারতের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ

- বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।
- ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে (১৯১২ সালে) স্থানান্তর।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য 'নাথান কমিশন' গঠন।
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন।

লর্ড রিডিং (১৯২১-১৯২৬):

ঢাবি প্রতিষ্ঠা করেন

লর্ড লিনলিথগো

(১৯৩৬-১৯৪৩)

- প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৩৭)
- পশুর জাত উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন

লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-১৯৪৭)

তার আমলে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০)

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়

ম্যাডোনা-৪৩: (জয়নুল আবেদীন) ~ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চিত্রকর্ম (২০০৯ প্রা. সহ. শি.)

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

- উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় হিসেবে ছিলেন।
- স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

স্বাধীনতার পথে

ব্রিটিশ পিরিয়ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

(১৭৬০-১৮০০) (২০১১ প্রা. সহ. শি.)

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ (২০১৯ প্রা. সহ. শি.)
- ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন - মজনু শাহ।
- সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন - ভবানী পাঠক।
- ভবানী পাঠকের সহযোগী - দেবী চৌধুরানী

চাকমা বিদ্রোহ:

(১৭৭৬-১৭৮৭)

নেতৃত্ব দেন:

জোয়ান বক্স খাঁ

বাঁশেরকেল্লা বিদ্রোহ

- তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া থেকে বিদ্রোহ করেন (২০০৬ প্রা. সহ. শি.)।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- মেজর স্কটের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ১৮৩১ সালে তিতুমীরকে পরাজিত করে এবং কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন – হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন- মাদারীপুরে
- ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়- ১৮১৮ সালে
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল- ফরিদপুর।
- তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হাব' বা বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র দুদু মিয়া।
- দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেন।
- "জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী" – দুদু মিয়া।

নীল বিদ্রোহ

- বাংলায় নীলচাষ শুরু হয় ১৭৭০-১৭৮০ সালের মধ্যে।
- নীল বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে- ১৮৬০ সালে।
- নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল- সর্দার বিশ্বনাথ।
- ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে নীলচাষকে ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করে (২০১৯ প্রা. সহ. শি.)।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে— ১৮৬২ সালে।

'নীলদর্পণ'

- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ ।
- 'নীলদর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা - দীনবন্ধু মিত্র।
- "নীল দর্পণ" নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় – ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে।
- "নীল দর্পণ" নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতো ছুড়েন— বিদ্যাসাগর।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন— "Indigo Planting Mirror" নামে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

সূর্যকুমার সেন (মাস্টারদা)

- ‘চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী’ (পরে চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি)
- **১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল** চট্টগ্রামের ২টি সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন।
- **১৯৩৪ সালের** ১২ জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

- মাস্টারদার ছাত্রী।
- ১৯৩২ সালে মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে চট্টগ্রামের ‘পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব’ আক্রমণের জন্য মনোনীত করা হয়।
- সেখানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সুনীতি চৌধুরী:

সর্বকনিষ্ঠ নারী বিপ্লবী

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখন্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলির হাত থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য **১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়।**
- নেতৃত্ব দেন- **মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।**

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯)

- রাওলাট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে – জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্রিত হয়।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল— পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে: জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

অসহযোগ আন্দোলন

- আন্দোলন চলে ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ত।
- জনক – মহাত্মা গান্ধী (২০১০ প্রা. সহ. শি.)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

- স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এই চুক্তি করেন।

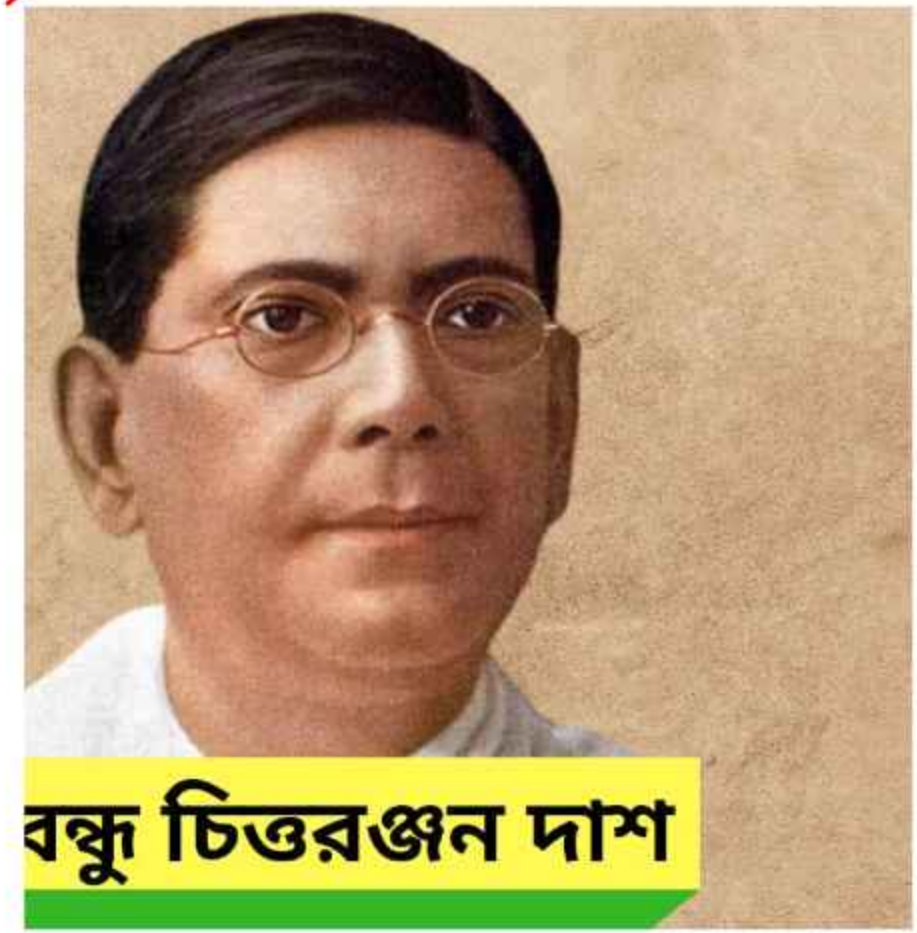

ভারত শাসন আইন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯৩৫ সালে
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়— ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন- ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে

ভারত শাসন আইনের ফলাফল

- বার্মা (মিয়ানমার) উপমহাদেশ থেকে পৃথক হয় (কার্যকর: ১৯৩৭)
- বিহার ও উড়িষ্যা নামে নতুন ২টি প্রদেশ গঠিত হয়
- উপমহাদেশে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায়

কৃষক প্রজা পার্টি

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৩৬
- প্রতিষ্ঠাতা- শেরে বাংলা একে ফজলুল হক
- প্রতীক - হুক্কা
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী স্লোগান - লাঙল যার, জমি তার; ঘাম যার, দাম তার।

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

- এককভাবে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার হয়।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।
- ১৯৩৭ সালে বাংলায় হককে মুখ্যমন্ত্রী করে হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।
- বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯৪১ সালে মুসলিম লীগে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জিন্নাহর সাথে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির কারণে মুসলিম লীগের ২১ জন সদস্য কোয়ালিশন ত্যাগ করে ফলে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা): ১৯৪১-৪৩

- ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করেন।
- তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির (হিন্দু মহাসভা) সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভারও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন হয়।

নবযুগ

ফজলুল হক, মুজাফফর আহমেদ ও নজরুলের সাথে প্রকাশ করেন

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা

- ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতনের পর গভর্নর কর্তৃক ১৯৪৩ সালে নাজিমউদ্দিন ১৩ সদস্যবিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেওয়া হয় বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়।

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

- ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বশেষ নির্বাচন।

- মুসলিম লীগ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পক্ষে 'গণভোট' বলে প্রচারণা চালায়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।
- মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেয়: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম।
- ১২২টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে- ১১৪টি

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।
- গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

- প্রথম মুখ্যমন্ত্রী— এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)
- দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী— খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)

ভারত ভাগের প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

দ্বিজাতি তত্ত্ব

দ্বিজাতি তত্ত্ব

- স্থান: লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশন
- সভাপতি ও উত্থাপক: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- তারিখ: ২৩ মার্চ, ১৯৩৯
- দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল কথা: হিন্দু-মুসলিম আলাদা রাষ্ট্র।

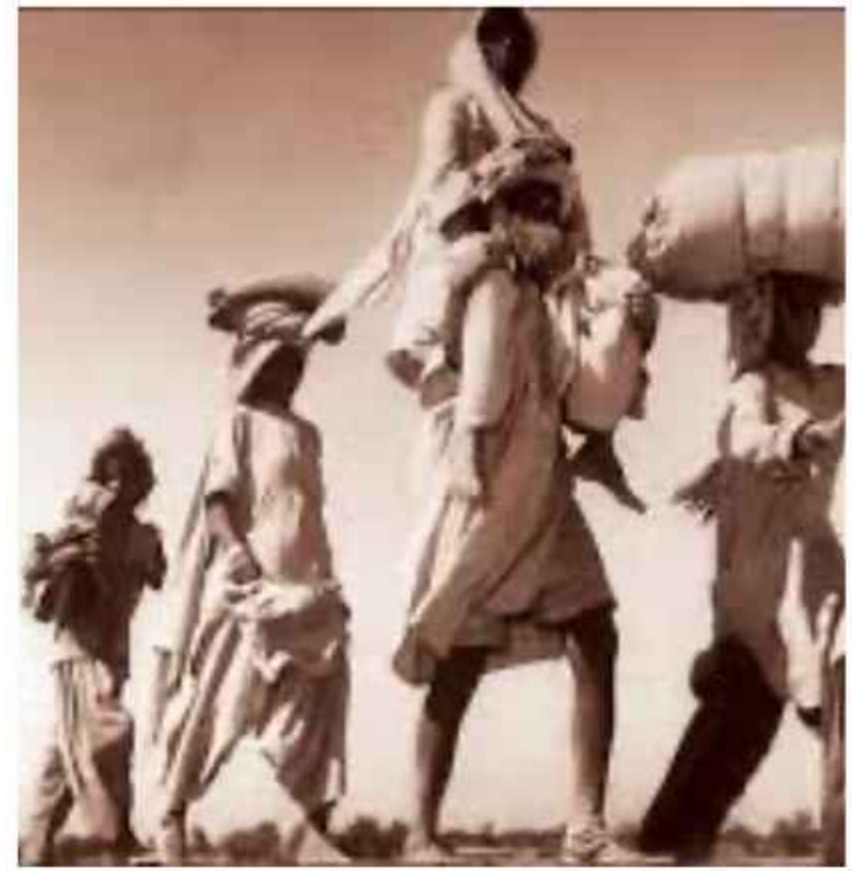

লাহোর প্রস্তাব

- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। (২০১৩, ২০১২, ২০০৮, ২০০৭, ২০০৬, ~~২০০৫~~ প্রা. সহ. শি.)
- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল: দ্বি-জাতি তত্ত্ব

ভারত ছাড়
আন্দোলন

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন।

- ভারতীয় রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলি নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এটলি** ১৯৪৬ **মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা** করেন।
- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন **'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা'** প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার আলোকেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করা হয়।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- পাকিস্তানের জন্ম: ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এ
- ভারত স্বাধীন হয়: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭
- দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ – র‍্যাডক্লিফ

- স্বাধীন ভারতের গভর্নর হন: লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- স্বাধীন পাকিস্তানের গভর্নর হন: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

কতিপয় বিদ্রোহ

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর -এ শুরু হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলে।
- আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন **হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও ইলা মিত্র।**
- মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, এক ভাগ জমির মালিক এই দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ।
- দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

নাচোল বিদ্রোহ (১৯৪৯-৫০)

- নাচোল বিদ্রোহ- ১৯৪৯-৫০ সালে।
- বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল উপজেলার জোততারদের শোষণ ও চাষিদের অধিকার আদায়ে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ।
- নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন- ইলা মিত্র

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- বাংলাদেশের মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি**। এটি ছিল বাংলাদেশের একটি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের দল।
- মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধার ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন।
- মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। **শিখার মুখবাণী ছিল-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। এটি ছিল** বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের শ্লোগান।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- পরিচয়: বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ
- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন।
- তার নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়: ১৯০৬ সালে

(২০১২ প্রা. সহ. শি.)

হাজী মুহাম্মদ মহসিন

- বাংলার দানবীর বা বাংলার হাতেম তাই
- ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

- ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত
- ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন
- **পরে ১৯২০ সালে এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে** রূপান্তরিত হয়।

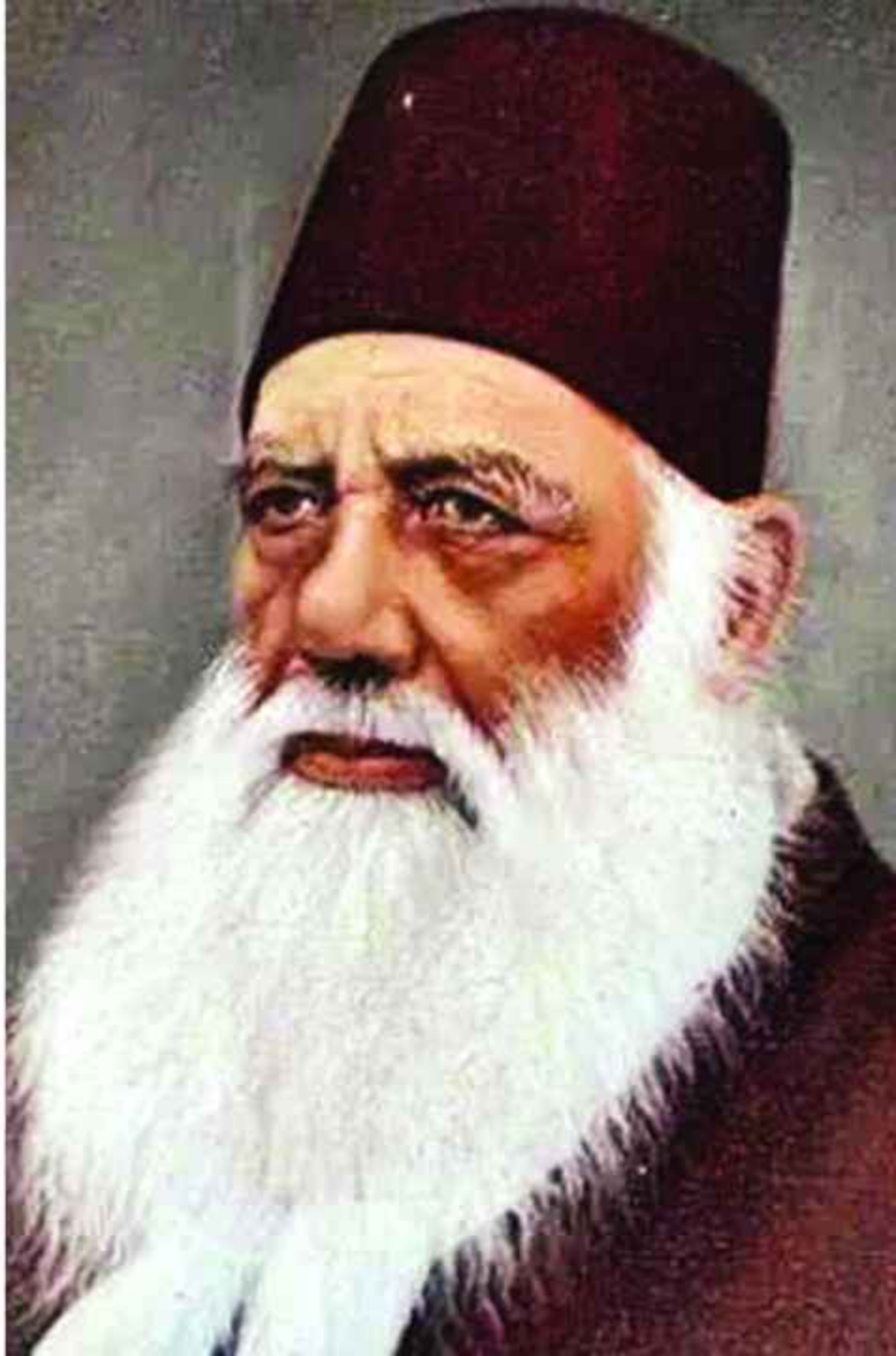

নওয়াব আব্দুল লতিফ

- কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলেন
- বাংলার প্রথম মুসলিম হিসেবে ১৮৬২ সালে বাংলার আইন পরিষদের সদস্য
- মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন

সৈয়দ আমীর আলী

- **কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি**
- লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য (ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের উপদেষ্টা কমিটি)
- 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা
- বিখ্যাত গ্রন্থ - 'The Spirit of Islam', 'A Short History of Saracens'

Thank You